দৈনিক বাংলা

19

তারিখ 12 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

এইচএসসির অবজেকটিভ প্রশ্ন

গত ৫-৬ বছর ধরে রাজশাহী বোর্ডের এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্রে ১৫ মার্কের অবজেকটিভ প্রশ্ন (শুদ্ধ উত্তর বেরকরণ) করা হত। তাছাড়া ১৫ মার্কের টীকাও দেওয়া হয়ে আসছিল। ৮৮ সালের রসায়ন ১ম পত্রে এ দুটির একটি প্রশ্নও আসেনি। এমনকি রসায়ন ২য় পত্রে ১৫ মার্কের বিকিয়া ছাড়াও আরও ১৫ মার্কের বিকিয়া বেশী দেওয়া হয়। বাদ বাকী প্রশ্নগুলোও ছিল গত কয়েক বছরের তুলনায় আশ্চর্য রকম পৃথক। প্রিটে-ট, টেস্ট, প্রগ্রেস টেস্টে কলেজের শিক্ষকরা যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তার ২০% প্রশ্নও বোর্ডের পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরীক্ষা হঠাৎ করে রকম পরিবর্তনের জন্যই তা হয়েছে। যার জন্য বহুসংখ্যক ছেলেকে ড্রপ দিতে হয়। দুই-তৃতীয়াংশ পরীক্ষার্থীকেই ফেল করতে হয়। এদের অনেকেই ৬০০/৭০০ মার্ক পেয়েও একমাত্র রসায়নে অকৃতকার্যতার দরুন ফেল করেছে। আমাদের তাই প্রশ্ন রাজশাহী বোর্ডের প্রশ্নকর্তারা ছাত্রছাত্রীদের ফেল করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই কি এ ধরনের প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন করেছিলেন? এবং রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের নিবেদন, প্রশ্নের এত উল্ভট পরিবর্তনই যদি আপনাদের করার ইচ্ছা ছিল তা হলে আগে থেকে আমাদের জানানো বা সতর্ক করা হলো না কেন? জানলে আমরা তদ্রূপ প্রস্তুতি নিতে পারতাম। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে সরকার যখন পরীক্ষায় অবজেকটিভ প্রশ্ন চালু করার কথা ভাবছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজশাহী বোর্ড তা উঠিয়ে দিলেন। সে যাই হোক রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ, ৮৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষার রসায়নে পুনরায় ১৫ মার্কের অবজেকটিভ প্রশ্ন এবং যেহেতু সব বইয়ের উপর জ্ঞান থাকা দরকার সেহেতু ১৫ মার্কের টীকার প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এবং ৮৯ সালের কোন প্রশ্নের ধরন ও নিয়ম পরিবর্তন করলে, তা আমাদের আগেই যেন জানানো হয়।

—মালেক
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

জনমত

পিটিআই সমূহের সমস্যা ও সমাধান

বাংলাদেশে ৫২টি সরকারী প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পিটিআই) আছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এসব ইন্সটিটিউট চালু হয়। তারপর আজ প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হতে চললো অথচ সময়ের প্রয়োজন এবং যুগের দাবী অনুযায়ী আজ পর্যন্ত এগুলো মানোন্নয়নের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে প্রথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৭৪ সনের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষাকমিশন রিপোর্টে (৬৯ পৃষ্ঠা) প্রাইমারী টেনিং ইন্সটিটিউটের মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য জোর সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু সেসব সুপারিশ আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

বর্তমান সরকার সর্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত যত্নশীল। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও প্রসার করতে হলে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের জন্য ভালো প্রশিক্ষণ আবশ্যক। আর তাই দেশের প্রাথমিক টেনিং ইন্সটিটিউটগুলোর মান বৃদ্ধ এবং উন্নয়ন প্রয়োজন।

এই লক্ষ্যে তথা দেশের টেনিং ইন্সটিটিউটগুলোর প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের কিছু সুপারিশ রয়েছে। সুপারিশগুলো হলো ঃ

(১) প্রাইমারী টেনিং ইন্সটিটিউটগুলোকে কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা। (শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট অনুসারে)।

কারণ, পূর্বে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের নূনেতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি বর্তমানে তা উন্নীত করে এইচএসসি করা হয়েছে। অপরদিকে ইন্সটাক্টরদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করে বিএ বিএড এর স্থলে মাস্টার ডিগ্রী করা হয়েছে। কিন্তু বেতন ক্রম বা চাকরির মান বাড়ান হয়নি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই প্রাইমারী টেনিং ইন্সটিটিউটগুলের মান বৃদ্ধি করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ

পর্যায় উন্নীত করে স্টাফ প্যাটার্ন বা বেতন স্কেল নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজনঃ

(ক) পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষক ১,৩৫০/- টাকা। (খ) ইন্সটাক্টর সকল গ্রুপের) ১,৬৫০/- টাকা। (গ) সহ-সুপারদের ২,৪০০ - টাকা। (ঘ) সুপারদের ৩,৭০০/- টাকা।

(২) প্রাইমারী টেনিং ইন্সটিটিউটের ইন্সটাক্টর এবং সহ-সুপার পদসমূহ ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্তকরণ (শিক্ষাকমিশনের রিপোর্ট অনুসারে)।

কারণ ঃ প্রাইমারী টেনিং ইন্সটিটিউটের সহ-সুপার ইন্সটাক্টর পদসমূহ ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বা ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনে তাদের নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিটিআই ইন্সটাক্টর এবং সহ-সুপারদের পদ ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা অতি প্রয়োজন।

(৩) ৫০ ভাগ পিটিআই উচ্চতর সি-ইন-এড কোর্স এবং ৪টি পিটিআই বিএড প্রাইমারী কোর্স চালু করা।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষক ও বিএ পাস প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকেরা বিএড প্রশিক্ষণ নেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ থেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যে বিএড প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা মাধ্যমিক স্কুলের জন্য প্রাইমারী স্কুলের জন্য তা তেমন কার্যকরী নয়। তাই জাতীয় স্বার্থে বিভাগীয় পর্যায়ের কিছু পিটিআই-এ বিএডইন প্রাইমারী এডুকেশন চালু হওয়া প্রয়োজন। যা এখন আই-ই-আরে চালু আছে।

দেশের ৫২টি প্রাইমারী টেনিং ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের স্বার্থে এই সুপারিশগুলো সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জাহানারা বেগম
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ পিটিআই শিক্ষক
সমিতি